SEM - IV (HONS)

CC PAPER - IX

History of India VI (c. 1757 - 1857)

Q. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে / পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্যে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে লেখ।
(Educational Reforms Initiated by the East India Company):-

Ans:- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শাসন ক্ষমতা লাভ করবার পর প্রথম পঞ্চাশ বছর ভারতে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেয় নি। এই সময় বাংলা তথা ভারতে সনাতন পদ্ধতিতেই শিক্ষা চলতে থাকে। কোম্পানী শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করেন, কারণ তাদের ধারনা ছিল যে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন করলে ভারতবাসীর মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে এবং কোম্পানীর স্বার্থ বিপন্ন হবে।

ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়কালে ও তাঁর আনুকূল্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজে দৃষ্টি দেওয়া হয়। ১৭৮১ সালে তিনি কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং তিন বছর পর ১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোনস ভারতের ইতিহাস ও সাহিত্য অনুশীলনের জন্য "এশিয়াটিক সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কোম্পানীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু সংখ্যক ইংরেজ ভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনে আগ্রহী হলেন এবং ভারতের মধ্যে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বে-সরকারী প্রচেষ্টায় ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য প্রচারের কাজ শুরু হয়।

যে সমস্ত ইংরেজ ভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনে প্রথম দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তাঁদের মধ্যে উইলিয়াম কেরী ও চার্লস গ্রান্টের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ভারতে শিক্ষার প্রসারে কোম্পানীকে দায়িত্ব নেবার জন্য দাবী জানালেন, কিন্তু কোম্পানীর ডিরেক্টররা এর বিরুদ্ধাচরণ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে কোম্পানীর শিক্ষা-নীতির পরিবর্তন ঘটল। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড-মিন্টো ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে কোম্পানীর উদাসীন মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করেন। এই সমালোচনার ফলে ১৮১৩ সালে

সনদ আইনে সর্বপ্রথম কোম্পানীকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু নীতিগত পরিবর্তন সাধিত হলেও কার্যক্ষেত্রে কোম্পানী শিক্ষাবিস্তারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয় নি এবং বরাদ্দ অর্থ ব্যয় হয় নি।

ভারতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের কাজ বে-সরকারী উদ্যোগেই গৃহীত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতে পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রসারে খ্রীষ্টান মিশনারীদের বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। যদিও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারই তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল, তথাপি পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে তাঁরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে তৎপর হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম কেরী, জন মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড — এই তিনজন ধর্মযাজকের অবদান স্মরণীয়। ১৮১৮ সালে কেরী ও তাঁর সহযোগীরা শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন করেন।

শুধুমাত্র খ্রীষ্টান যাজকগণই নন, দেশী-বিদেশী অনেক ব্যক্তিবর্গও ভারতে পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রসারে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার নামক একজন উদারচেতা ~~[illegible]~~ ইংরেজ ব্যক্তির সাহায্যে ১৮১৭ সালে কোলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর তা ১৮৫৫ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ নামে পরিচিত হয়। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ রূপে গণ্য করা হয়।

হিন্দু কলেজ স্থাপনের অব্যবহিত পরে মূলতঃ ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে ১৮১৭ সালে 'স্কুল বুক সোসাইটি' এবং পরের বছর 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি' স্থাপিত হয়। কোলকাতা শহরে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন ও প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ ছিল এই দুই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

ইতিমধ্যে ভারতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮২৩ সালে শিক্ষা ব্যাপারে নীতি নির্ধারন ও পরামর্শ দানের জন্য 'জেনারেল কমিটি অফ্ পাবলিক ইনস্ট্রাকসন' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। কিন্তু এই কমিটি ও তার সভাপতি উইলসন সাহেব প্রাচ্য-বিদ্যা প্রসারের জন্য অর্থব্যয়ের সপক্ষে ছিলেন।

প্রাচ্য না পাশ্চাত্য, কোন্ ধরনের শিক্ষা সরকারী আনুকূল্য পাবে সে সম্পর্কে এই ভারতে বিতর্কের

মড় ওঠে। রামমোহন রায় প্রমুখ মনীষীরা মনে করেন যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ছাড়া ভারতে মধ্যযুগীয় অজ্ঞানতা ও জড়তা দূর করা সম্ভব হবে না। অন্যদিকে অনেকে প্রাচ্যবিদ্যার সপক্ষে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এই পরিস্থিতিতে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের শাসনকালে জনশিক্ষা কমিটির সভাপতি টমাস্ ব্যাবিংটন মেকলে ১৮৩৫ সালে পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রসারের অনুকূলে সরকারী নীতি গ্রহণের প্রস্তাব রাখেন এবং তা সরকারী অনুমোদন লাভ করে (৭ই মার্চ, ১৮৩৫)। এই সিদ্ধান্ত ভারতে শিক্ষা-প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

এর পর ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রচার সহজতর হয়ে উঠল। ১৮৩৫ সালের থেকে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত সরকার শিক্ষার জন্য যাবতীয় টাকা ব্যয় করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ১৮৪২ সালে 'জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' পুনর্গঠিত হয়ে 'কাউন্সিল অফ এডুকেশন' নামে পরিচিত হল। এদিকে ১৮৪৪ সালে ইংরেজী জ্ঞান সরকারী চাকুরী প্রার্থীদের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হলে ইংরেজী শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপ হল ১৮৫৪ সালে বোর্ড-অফ-কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উডের শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশনামা। এই নির্দেশ অনুযায়ী স্বতন্ত্র শিক্ষা বিভাগ স্থাপিত হয় এবং কোলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এর ফলে ১৮৫৭ সালে ভারতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং এদের কর্তৃত্বাধীনে ভারতে পাশ্চাত্যশিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। পরবর্তী ২৫ বছরে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ১৮৫৭ সালে ভারতে কলেজের সংখ্যা ছিল মাত্র 27; ১৮৮৩ তে এটি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় 72। এছাড়া লাহোর ও এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এছাড়া ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য লর্ড রিপন হান্টার-কমিশন (১৮৮২ সালে) নিয়োগ করেন। কমিশনের রিপোর্টে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক

পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়। ১৮৮২ সালের পর ২০ বছরে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি সন্তোষজনক না হলেও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ছিল লক্ষণীয়। ১৮৮২ সালে ভারতে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩৯১৬। ১৯০২ সালে তা দাঁড়ায় ৫১২৪। কলেজের সংখ্যা ৭২ থেকে ১৪৫ হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা-তথা ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে ভারতীয় সমাজে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনে যুক্তিবাদ ও উদারনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। মধ্যবিত্তশ্রেণীর নেতৃত্বেই ভারতে ঊনবিংশ শতকে নবজাগরণ সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ভারতীয় সমাজে আলোড়ন তোলে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসনের বৈষম্যমূলক চরিত্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। যদিও পাশ্চাত্যশিক্ষা ভারতীয় সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। কারণ শিক্ষার সুযোগ বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি ছাড়া বিশেষ কোথাও বিস্তৃত হতে পারে নি। শিক্ষাবিস্তারের অপর ত্রুটি ছিল বিস্তারে উৎসাহের অভাব। এছাড়া কারিগরী ও স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহের অভাব। এছাড়া কারিগরী ও স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। সরকারী বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে ও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। সরকারী উদাসীনতার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক অনুদানের পরিমান ছিল খুবই নগন্য।

এইসব দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে ভারতীয় জীবনে বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত সমাজে আধুনিকতা ও যুক্তিবাদের সঞ্চার হয় এবং এর ফলে ভারতীয় সমাজে প্রগতির পথে অগ্রসর হবার সুযোগ পায়।

— o —